।অ।তি।প্রা।কৃ।ত।গ।ল্প।

সে গিয়াছে ফিরিয়া

a“e GI

এই লোকটা কয়েকদিন আগে টেলিফোনে বিয়ে করেছে।

লোকটা বলব? নাকি ছেলেটা?

আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়সের একজন।

লোকটাই বলি।

গোঁফ আছে লোকটার। সানগ্লাস পরে। এখন একটা সবুজ শার্ট আর কালো ব্যাগি প্যান্ট পরে আছে। সে রিকশা থেকে নামল। ভাড়া মেটাল। তারপর ওপরের দিকে একবার তাকিয়ে ঢুকে গেল গেট পার হয়ে ভেতরে। আর তাকে দেখা গেল না।

তিনতলার আকমল উদ্দিন সাহেবদের ফ্ল্যাটে সাবলেট থাকে লোকটা। আকমল উদ্দিন সাহেবের আত্মীয় কি রকম। আকমল উদ্দিন সাহেবের ছোট মেয়ে সায়ন্তনী বলেছে একদিন। সায়ন্তনী পড়ে কলেজে। ইডেন কলেজে। পরীর মতো দেখতে মেয়েটা। তার আরো দুই বোন আছে। দুই বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এক বোন থাকে লন্ডনে, এক বোন রাজশাহীতে। রাজশাহীর বোনের বর আর্টিস্ট। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব

ফাইন আর্টসের টিচার। সায়ন্তনীই গোঁফঅলার এমন টেলিফোনে বিয়ের কথা বলেছে। তাদের বাসায় বিয়ে হয়েছে। টেলিফোনে কবুল বলেছে লোকটা। পাত্রী যসুয়া বৃক্ষের দেশের সিটিজেন। থাকে সিয়াটল না মিনিয়াপোলিসে। লোকটা তার বউকে এখনও দেখেনি। ছবিও দেখেনি। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? কিন্তু একথা বলেছে লোকটাই। জিবরানকে বলেছে। শুনে ভয়ঙ্কর রকম ক্ষেপেছে জিবরান। এটা কী ধরনের কথা? কথা নেই বার্তা নেই একটা লোক টেলিফোনে বিয়ে করে ফেলবে?

'কেন তাতে কী হয়েছে?'

'কি হবে? কিছু হয়নি!'

'তুমি এরকম রেগে যাচ্ছ কেন?

'রাগব না?'

'না তুমি কেন রাগবে? তোমার কি সমস্যা?'

'আমার সমস্যা হবে কেন? এটা তো জাতীয় সমস্যা! ছাগল একটা!'

'অ্যাই, ছাগল তুমি কাকে বললে?

'তোমাকে না, ওই গাধাটাকে! শুয়োরের বাচ্চা!'

'তুমি মুখ খারাপ করছো।'

'সরি কিন্তু-এটাতো... এটাতো অপমানজনক! মেয়েটার জন্য অপমানজনক!'

'তারা অপমান মনে করছে না।'

'না করুক! না করুক!'

'তুমি রাগ করে কি করবে?'

তবু রাগ কমে না জিবরানের।

ছেলেমানুষ আছে জিবরান।

কবি লোক তো।

তবে জিবরানের কবিতা কঠিন।

আমি অতো বুঝি টুজি না।

তবে জিবরান যখন বলে, ভালো লাগে শুনতে।

দরদ আছে জিবরানের গলায়।

জিবরান কাজ করে 'সাতকাহন' পত্রিকায়। সিনেমা পত্রিকা। সিনেমা এবং টেলিভিশনের নায়ক-নায়িকা সংবাদ ছাপ হয়। জিবরান সিনিয়র প্রতিবেদক। নায়ক নায়িকাদের ইন্টারভিউ করে, শুটিং স্পটে যায়, নানা রকম ব্যাপার। আমি একদিন তার সঙ্গে কি একটা সিনেমার শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। ফেরদৌস নায়ক, পপি নায়িকা। একটা নাচের শুটিং হচ্ছিল।

আরেকটা রিকশা গলিতে ঢুকেছে। একটা মেয়ে বসে আছে রিকশায়। এই মেয়েটা পরের বিল্ডিংয়ের দাড়িঅলা একটা ছেলের প্রেমিকা। খুব প্রেম করে ছাদে দুইজন।

আরেকটা রিকশা।

আরে! জিবরান!

কিন্তু এখন তো জিবরানের ফেরার কথা না।

ঘটনা কী?

রিকশাঅলা রিকশা রাখল।

জিবরান ভাড়া মিটিয়ে নামল। ওপরের দিকে তাকাল না। গেট পার হয়ে ঢুকে পড়ল। আমিও উঠলাম।

দুই বছর আট মাস হলো আমার আর জিবরানের বিয়ে হয়েছে। প্রেম করে না, স্যাটেল্‌ড্‌ ম্যারেজ। জিবরানের বড় ফুপু আমাকে দেখে পছন্দ করেছিলেন। শিমুলের বিয়েতে। বরপক্ষের হয়ে এসেছিলেন। স্মার্ট বৃদ্ধা। আমাকে বললেন, 'অ্যাই মেয়ে।'

আমি বললাম, 'কি?'

'তোমার নাম কি?'

আমি বললাম।

'তুমি কোথায় থাকো?'

আমি বললাম।

'কি পড়?'

আমি বললাম।

'তোমার বাবা কি করেন?'

আমি বললাম।

'তোমরা কয় ভাই বোন?'

আমি বললাম।

'বাসায় ফোন আছে।'

আমি বললাম, 'আছে।'

'ফোন নাম্বার বল।'

আমি বললাম।

তারপর তিনি একদিন ফোন করলেন আমাদের বাসায়।

তারপর আমি একদিন জিবরানকে দেখলাম।

তারপর একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

ঘটনা মোটামুটি এরকমই।

বিয়ের আগে আমাদের দেখা যে একদিন, সেটা মহা একটা ঘটনা। আমি এখনও জিবরানকে খেপাই। জিবরান প্রথম আমাকে যে কথাটা বলেছিল, সেটা হলো, 'আপনি কি বাজার করতে পারেন?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'পারি না।'

'রান্নাবান্না? পারেন?'

আমি আবার হেসে, 'পারি না।'

এমন হতাশ হয়েছিল জিবরান! তার চোখে মুখে সেই হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমার খুবই মায়া হচ্ছিল, আহারে। তারপর অনেক ইতস্তত করে অনেকক্ষণ পর বলেছিল জিবরান, আপনি কি... মানে... কোথাও কি... কি বলে... এনগেজড?'

আমি বলেছিলাম, 'আমি কি টেলিফোন?'

এমন চেহারা হয়েছিল জিবরানের! আমি বলেছিলাম, 'আপনি কি বাজার করতে পারেন?'

জিবরান বলেছিল 'না।'

'রান্নাবান্না করতে পারেন?'

'না।'

'আপনি কি? কোথাও এনগেজড?'

'না।'

'তবে আর কি?' আমি বলেছিলাম, 'তবে আমরা বিয়ে করতেই পারি।'

'কি?' হকচকিয়ে গিয়েছিল জিবরান।

'তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে ভাই।'

জিবরান একথা শুনে মূক হয়ে গিয়েছিল।

আমি বলেছিলাম, 'আমি গান গাইতে পারি। শোনাবো একটা-'

'এখানে?'

হুঁ। তুমি কি গান শুনবে? রবীন্দ্রসঙ্গীত? ও আমার চাঁদের আলো শুনবে?'

'জিবরান আবার বলেছিল, 'এখানে?'

বেইলি রোডের একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে বসে আমরা কথা বলছিলাম। আমার সঙ্গে কেউ যায়নি। জিবরানও একা ছিল। সে যখন বলল 'এখানে?' আমি বললাম, 'কেন? কি হয়েছে?'

জিবরান বলল 'আপনি কি আমার প্রফেশন সম্পর্কে শুনেছেন?'

'শুনেছি তো। সিনে জার্নালিস্ট। খুব ভাব না নায়িকাদের সঙ্গে?'

আমাদের বাসর রাতে পূর্ণিমা ছিল। আশ্বিনের পূর্ণিমা। ছাদে উঠেছিলাম আমি আর জিবরান। অনেক রাত ধরে ছিলাম। ছাদে ফিনিক ফুটেছিল জোছনার। এর মধ্যে একবার লোডশোডিং হলো। অনেকক্ষণ ধরে। জোছনা আরও তুমুল হয়ে ফুটল। আমি বললাম, 'এখন জিবরান?'

'এখন কি?' জিবরান হাসল। দুষ্টুমির হাসি।

'উহুঁ, অসভ্যতা করা যাবে না। আমি বললাম, 'তুমি এখন চুপ করে বসো।'

জিবরান চুপ করে বসল।

আমি ও 'আমার চাঁদের আলো' গাইলাম।

জিবরানকে অনেক ভালোবাসি আমি।

চাকরিটা করে দায়ে, না হলে জিবরান হয়ত শুধু কবিতা লিখেই থাকতে পারত। তার সমস্ত কঠিন কবিতা ছাপা হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। আমি না বুঝলেও পড়ি।

আমাদের এখনও ছানাপোনা হয়নি।

হবে।

ছেলে হবে না মেয়ে হবে?

আমার মনে হয় ছেলে হবে।

জিবরানের মনে হয় মেয়ে হবে।

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

আমি আমার ছেলের জন্য একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। জিবরান তার মেয়ের জন্য একটা নাম ঠিক করে রেখেছে। আমার ছেলের নাম হবে প্লবঙ্গ। আমি হুমায়ূন আহমেদের বই খুব পড়ি। হুমায়ূন আহমেদের একটা বই আছে 'আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি'। এই বইতে আছে প্লবঙ্গ নামটা। প্লবঙ্গ একটা নক্ষত্রের নাম। তবে জিবরানকে আমি নামটা বলিনি। জিবরানও তার মেয়ের নাম বলেনি।

কিন্তু দেরি হচ্ছে কেন জিবরানের?

দোতলার সিঁড়িতে কি তার বাড়িঅলার সঙ্গে দেখা হয়েছে? হলে বিপদ। অজ্ঞাত কারণে এই বাড়িঅলা ভদ্রলোক খুবই পছন্দ করেন জিবরানকে। পেলে হলো, গল্প জুড়ে দেন। রাজনীতি আর দেশ জাতির গল্প। সেই গল্প আর ফুরাতে চায় না।

না, আটকা পড়েনি জিবরান। ডোরবেল বাজল।

আমাদের ডোরবেলের শব্দটা সুন্দর। পাখির শিস।

আমি দরজা খুলে জিবরানকে দেখলাম, 'ঘটনা কি?'

জিবরান হাসল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, 'ঘটনা কিছু না।'

'তুমি হঠাৎ'-

'কেন? আর কেউ আসার কথা ছিল নাকি?'

'ছিলই তো।'

' সে কে? কোন শালা?'

'খুব মুডে আছ মনে হয়?'

'তা আছি।'

'কেন কি হয়েছে শুনি?'

'আগে এককাপ চা বানাও বৎস।'

'না আগে ঘটনা বল।'

'বললাম তো ঘটনা কিছু না। অফিস থেকে আমি কিস লিভ নিয়েছি।'

'কিস লিভ?' কিস লিভ কি?'

'চুমু-ছুটি। আমি আজ সারাদিন ধরে চুমু খাব আমার বউকে।'

'শখ কত, ইস্!'

'অল মাই ব্যাগস এন্ড...' গান ধরল জিবরান।

এটা জন ডেনভারের গান। জন ডেনভারের অনেক গান পারে জিবরান। আনাস সং পারে, কান্ট্রি রোড পারে।

আমি চোখ বন্ধ করে জিবরানের গান শুনতে থাকলাম।

... সো কিস মি এন্ড স্মাইলস উইথ মি
টে মি দ্যাট ইউ ওয়েট ফর মি
ও বেব আই হেইট টু গো...

জিবরান আমাকে ধরল। আমার চোখের পাতায় নিঃশ্বাস পড়ল তার। উষ্ণ নিঃশ্বাস। এই সময় টেলিফোন বাজল। এমন বিশ্রী শব্দ করে বাজল, 'কিস মি এন্ড...' শেষ হলো না, ছিটকে সরে দাঁড়াল জিবরান...। আমারও বিরক্ত

লাগল। এতো অসময়ে ফোন করে কেউ? কান্ডজ্ঞান নেই লোকদের। দুনিয়ার বিরক্তি নিয়ে আমি ধরলাম, 'হ্যালো।'

'হ্যালো এটা কি...?' ফ্যাসফ্যাসে একটা গলা। আমাদের নাম্বারটা বলল। আমি বললাম 'জি। আপনি কে বলছেন?'

'এটা কি জিবরান সাহেবের বাসা?'

'জি, আপনি কে বলছেন?'

'আপনি কি ভাবী বলছেন?'

'জি, আপনি-

'ভাবী আমি অনিরুদ্ধ। 'সাতকাহন' থেকে বলছি।'

' ও আচ্ছা ভাই, কি বলবেন?'

'ভাবী একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে...'

'অ্যাক্সিডেন্ট? কে?'

'ভাবী অ্যাক্সিডেন্টটা সিরিয়াস এক্সিডেন্ট!'

কার অ্যাক্সিডেন্ট? কি অ্যাক্সিডেন্ট? বলছে না কেন লোকটা? আমি বললাম, 'কে?'

'ভাবী জিবরান!'

'কিহ্?'

'জিবরান অ্যাক্সিডেন্ট করেছে!'

'কি? কখন?'

'এই কতক্ষণ... আধঘন্টা আগে... পিজি হাসপাতালে আছে জিবরান...।'

কী বলছে? বলছে কী লোকটা? ভাবতে ভাবতে আমি তাকালাম।

এ কী! জিবরান কোথায়? যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে জিবরান! যেন না, অদৃশ্য হয়ে গেছে! এই ঘরে নেই জিবরান! কোনোখানে নেই! অথচ এই একটু আগেও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে!- এদিকে লোকটা কী বলছে?- 'ভাবী! ভাবী!'

আমি বললাম, 'কিন্তু জিবরান তো...'

'আপনি কি ভাবী বাসায় একা? পিজিতে আসতে পারবেন?'

পিজিতে? যাব? কী হতে গিয়ে? জিবরানের কী হয়েছে? এত একটু আগে না সে...

'ভাবী! ভাবী!'

'আপনি ভাই কথা বলেন তো, আসলে কি হয়েছে জিবরানের?'

মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা বলল না লোকটা। তারপর বলল, 'জিবরানের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক ভাবী!'

'বেঁচে আছে?' আমি বললাম। কেন যে বললাম?

লোকটা, তার নাম অনিরুদ্ধ না? বলল, 'না।'

'কী?'

'ভাবী আমি খুবই সরি। কিন্তু জিবরান... একটা ট্রাক... জিবরান স্পটডেড।'

'জিবরান! না!'

'ভাবী আপনি কি এক্ষুনি পিজির ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে-'

'না!'

ইয়ার্কি করছে লোকটা। অনিরুদ্ধ না হনিরুদ্ধ! জিবরান...না...! কখনো না...! একটু আগে জিবরান ছিল এখানে।... কিস মি এন্ড স্মাইলস উইথ মি...। আমার মনে হলো সব শূন্য। ভীষণ একটা শূন্যতা হঠাৎ এই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ঠান্ডা মৃত্যুর মতো শূন্যতা। আমার শীত করে উঠল। আমি এখন কি করব? কী করব? কী করব?

জিবরান! জিবরান!

মরে গেছে জিবরান!

স্পটডেড বলল!

পিজি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড...! আমি কি... লাশ শনাক্ত করতে যাব জিবরানের? গিয়ে?- ধুর না, এসব মিথ্যা! ... ও বেব আই হেইট টু গো...। জিবরান স্পটডেড! আমার ছেলেটার কি হবে এখন? আমার প্লবঙ্গর? আর জিবরান, জিবরানের মেয়ের?

এখন আমি কী করব?

... টেল মি দ্যাট ইউ ওয়েট ফর মি...

আমি অপেক্ষা করব জিবরানের জন্য?

একবার ফিরে এসেছিল তো, আবার সে ফিরবে?

অনিরুদ্ধ, না কি, লোকটা তখন ফোন না করলে...

কী হতো?